তারিখ: ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরী
মোতাবেক ১৪ই আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

বিষয়: গ্রীষ্মের উত্তাপ: কিছু শিক্ষা ও উপদেশ

حَرَارَةُ الصَّيْفِ وَقَفَاتٌ وَعِظَاتٌ

الحَمْدُ للهِ الهَادِي لِمَنِ اسْتَهْدَاهُ، اَلْمُجِيبِ لِمَنْ دَعَاهُ، اَلنَّاصِرِ لِمَنِ اسْتَجَارَ بِهِ وَنَادَاهُ، لَا هَادِيَ لِمَنْ أَضَلَّ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَاهُ؛ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، المُتَقَدِّسُ فِي عُلَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَمُصْطَفَاهُ، وَخَلِيلُهُ وَمُجْتَبَاهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ نَلْقَاهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ عِبادَ اللهِ: وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر: ١٨].

সকল প্রশংসা সেই পরম সত্তা আল্লাহর জন্য, যিনি হেদায়াতপ্রার্থীকে পথ দেখান, আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন এবং সাহায্যপ্রার্থীর ওপর বিজয় দান করেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই, আর যাকে তিনি হেদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্ট করারও কেউ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন: তোমাদের কাছে যেসব নেয়ামত রয়েছে, তা তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই; অতঃপর যখন তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে আকুল ফরিয়াদ করো। (সূরা আন-নহল: ৫৩) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর নিজ মহানত্বে পরম পবিত্র। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, মনোনীত ও প্রিয় খলিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাঁরাই তাঁর আনুগত্য করবেন, তাঁদের সকলের ওপর অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

"অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

প্রতিটি নফসের দেখা উচিত সে আগামীকালের (আখেরাতের) জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন। (সূরা আল-হাশর: ১৮)

✳ দুনিয়া পরীক্ষার স্থান ও আবহাওয়া পরিবর্তনের শিক্ষা

➤ দুনিয়াঃ পরীক্ষা ও ঈমানের যাচাইক্ষেত্র

আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞাবশত এই দুনিয়াকে দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার স্থান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো—ঈমানদারদের আত্মনিবেদন ও নিখাদ ঈমানকে স্পষ্ট করা এবং হতাশ ব্যক্তিদের অসন্তোষকে প্রকাশ করে দেওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ [البلد: ٤].

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্যে। (সূরা আল-বালাদ: ৪)

➤ আবহাওয়ার পরিবর্তন ও আল্লাহর প্রজ্ঞা

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ, শীতের তীব্রতা, কিংবা ধুলাঝড়ের মতো আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান পরীক্ষা। এতে রয়েছে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, যা আমাদের অনুধাবন ও শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ [النور: ٤٤].

আল্লাহ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান; নিশ্চয়ই এতে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে পরম শিক্ষা। (সূরা আন-নূর: ৪৪)

✳ চরম উত্তাপ ও আখেরাতের স্মরণ

➤ তীব্র উত্তাপঃ উদাসীন অন্তরের সতর্কবার্তা

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ আমাদের উদাসীন অন্তরকে জাগানো এবং পরকালের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার এক বড় নিদর্শন।

➤ আখেরাতের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতিঃ

এটি মনে করিয়ে দেয় যে, দুনিয়া আরাম-আয়েশের স্থান নয়, বরং পরীক্ষা ও আমলের ক্ষেত্র—যাতে মানুষ ৫০ হাজার বছর দীর্ঘ কিয়ামত দিবসের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ [المعارج: ٤]

এমন একদিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (সূরা আল-মাআরিজ: ৪)

✵ সূর্য ও ঘামের তীব্রতা: আখেরাতের দৃশ্যপট

➤ দুনিয়ার তীব্র উত্তাপ ও হাশরের ময়দানের চিত্র:

গ্রীষ্মের প্রখর রোদ ও শরীরের ঘাম আমাদের হাশরের ময়দানের ভয়াবহ কষ্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেদিন মহা বিচারক সবাইকে সমবেত করবেন, সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে এবং পাপের বোঝা ও ভয়ে অন্তর শিহরিত হয়ে মানুষ এক চরম সংকটে নিপতিত হবে।

✵ হাদীসের আলোকেও হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা

➤ আরশের ছায়া পাওয়ার পরম অনুগ্রহ

হাশরের কঠিন দিনে যখন প্রখর সূর্য ব্যতীত কোনো আশ্রয় থাকবে না, তখন মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে একদল বান্দাকে আরশের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আমরা পরম করুণাময়ের কাছে সেই মহান অনুগ্রহ লাভের বিনীত প্রার্থনা করি।

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا». قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ. [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:
'কিয়ামত দিবসে সূর্যকে সৃষ্টির এত কাছে আনা হবে যে, তা মাত্র এক মাইল দূরত্বে অবস্থান করবে। তখন মানুষ তাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুববে; কারো ঘাম হবে তার টাখনু পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কাউকে ঘাম মুখের লাগামের মতো বেষ্টন করে ফেলবে।' বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে (লাগামের বিষয়টি) বুঝিয়ে দিলেন। (মুসলিম: ২৮৬৪, তিরমিযী: ২৪২১, আহমাদ: ২৩৮১৩)

➤ আরশের ছায়াপ্রাপ্তদের উচ্চ মর্যাদা:

"তাঁদের উচ্চ মর্যাদা এবং সৌভাগ্যময় অবস্থা দেখে সেদিন সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি ঈর্ষা করবে এবং আফসোস করে চাইবে যদি তাঁরাও সেই ছায়ার সামান্য অংশ পেত! কিন্তু হায়, তা হওয়ার নয়!"

➤ আরশের ছায়া অর্জনের পথ

আরশের ছায়া টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায় না; তা অর্জন করতে হয় দিন-রাত নেক আমল এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ বর্জনের মাধ্যমে। হাশরের মহাবিপদে এটিই পরম মুক্তির একমাত্র মাধ্যম।

✲ আরশের ছায়া পাওয়ার সাতটি বিশেষ আমল

➤ মহাবিপদের দিন মুক্তির উপায়:

"কিয়ামত দিবসের প্রখর উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় হলো তা, যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র হাদীসে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

➤ সাত শ্রেণীর ভাগ্যবান ব্যক্তি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সাত শ্রেণীর মানুষকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন:

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,

২. সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে,

৩. সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত (লেগে) থাকে,

৪. এমন দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবেসেছে এবং সেই ভালোবাসার ওপরই একত্রিত হয়েছে ও পৃথক হয়েছে,

৫. সেই পুরুষ যাকে কোনো প্রভাবশালী ও সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের দিকে) আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু সে বলেছে: 'আমি আল্লাহকে ভয় করি',

৬. সেই ব্যক্তি যে এত গোপনে দান-সদকা করে যে, তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কী দান করল, এবং

৭. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং (তার প্রেমে/ভয়ে) দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।' (বুখারী: ৬৬০ মুসলিম: ১০৩১)

✵ **আরশের ছায়া পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম: ঋণগ্রস্তকে ছাড় দেওয়া**

➤ **অভাবী ঋণগ্রহীতার ওপর সদয় হওয়ার ফযীলত:**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার আরশের ছায়া লাভের অন্যতম উপায় হলো—অভাবগ্রস্ত বা ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে সময় দেওয়া অথবা তার ঋণের বোঝা কমিয়ে দেওয়া। এই আমলটি কিয়ামতের দিন মহান বিচারক আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম কারণ।"

➤ **হাদীসের প্রমাণ:**

فَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ؛ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

"আবু আল-ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি: 'যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাক ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময় দেবে অথবা তার ঋণ (কিছু অংশ বা পুরোটা) মাফ করে দেবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন।' (মুসলিম: ৩০০৬, তিরমিযী: ১৩০৬, আহমাদ: ৮৭১১)"

✵ **আরশের ছায়া পাওয়ার আরেকটি মাধ্যম: আল্লাহর ওয়াস্তে পারস্পরিক ভালোবাসা**

➤ **বিশুদ্ধ ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য:**

কোনো পার্থিব স্বার্থ ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসা আরশের ছায়া পাওয়ার অন্যতম উপায়। যারা দ্বীন ও ঈমানকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি বানায়, তারা দুনিয়াতে সত্য ভালোবাসার প্রশান্তি পায় এবং আখেরাতে জান্নাতে আল্লাহর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে।

➤ **হাদীসের প্রমাণ:**

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলবেন: আমার মহত্ত্ব ও মর্যাদার খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসনেওয়ালারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেব; যেদিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই।' (মুসলিম: ২৫৬৬, আহমাদ: ৮৮৩২)

✲ **আরশের ছায়া পাওয়ার আরেকটি মাধ্যম: দান-সদকা করা**

➤ **দান-সদকা: হাশরের কঠিন দিনের প্রতিরক্ষা:**

হাশরের তীব্র গরম ও হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষার অন্যতম পথ হলো দান-সদকা করা। সৎকাজের প্রতিদান হিসেবে পরম করুণাময় আল্লাহ সেদিন দানকারীকে তাঁর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় ও মর্যাদা দান করবেন।

➤ **হাদীসের প্রমাণ:**

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ -الطَّبَرَانِيُّ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয়ই সদকা দানকারীর জন্য কবরের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয়, আর নিশ্চয়ই মুমিন কিয়ামতের দিন তার দেওয়া সদকার ছায়াতলেই আশ্রয় পাবে।'(তাবারানী: (১৭/২৮৬) (৭৮৮)

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.

"আমি আমার এই কথা বলছি এবং আমার জন্য, আপনাদের জন্য ও সমস্ত মুসলিমের জন্য সকল গুনাহ থেকে মহান ও মর্যাদাময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

দ্বিতীয় খুতবা

الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَزَكُّوا أَوْقَاتَكُمْ بِالطَّاعَاتِ، وَاسْتَثْمِرُوا الْأَعْمَارَ بِالْقُرُبَاتِ، وَاعْمُرُوا أَيَّامَكُمْ بِالْخَيْرَاتِ.

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যাঁর সন্তুষ্টিই যথেষ্ট; এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো), আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদের সময়কে পরিশুদ্ধ করো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী আমলের মাধ্যমে জীবনকে কাজে লাগাও এবং সৎকাজের মাধ্যমে নিজেদের দিনগুলোকে অর্থপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করো।

✳ **ঈমানদারের পরিচয় ও গ্রীষ্মের উত্তাপে আমলের তাগিদ**

➤ **প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য:**

হে মুমিনগণ! প্রকৃত ও সত্যনিষ্ঠ মুমিন তো সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর প্রিয় ও সন্তুষ্টির কাজগুলোর দিকে দ্রুত ধাবিত হন–যদিও গ্রীষ্মকালে তাঁকে সামান্য প্রখর উত্তাপ সহ্য করতে হয় ।

➤ **প্রতিকূল পরিবেশেও ইবাদতে তৎপরতা:**

"তিনি নিজের মনিব ও প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সালাতের দিকে ত্বরান্বিত হন এবং নিজের নেকি ও তাকওয়া বৃদ্ধির জন্য সৎকাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন ।"

➤ **বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান বান্দার প্রতিদান:**

বস্তুত এই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন; এবং তিনিই সুচতুর, যিনি হাশরের ময়দানের তীব্র উত্তাপ ও আগুনের শিখা থেকে নিজের চামড়া ও শরীরকে রক্ষা করেছেন ।

✳ **আলস্যের পরিণাম ও মুনাফিকদের চরিত্র**

➤ **উত্তাপের অজুহাতে ইবাদত বর্জনের পরিণতি:**

তীব্র গরমের অজুহাতে জুমুআ ও জামাআতে সালাত বর্জন করা আলস্য ও শয়তানের ধোঁকার চরম বহিঃপ্রকাশ । এমন ব্যক্তি কেবল নিজের কুপ্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়ে আখেরাতের মহ ক্ষতির মুখোমুখি হয় ।

➤ **মুনাফিকদের সাথে সাদৃশ্য:**

"সে মুমিনদের কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েছে এবং মুনাফিকদের আচরণের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে; যখন তারা রব্বুল আলামীনের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ।"

➤ **কুরআনের বাণী ও আল্লাহর চূড়ান্ত উত্তর:**

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাদের অবস্থা ও বক্তব্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এরশাদ করেন:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} [التوبة: ٨١].

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং

বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। (সূরা আত-তাওবাহ: ৮১)"

✲ প্রচণ্ড গরমে হালাল উপার্জনে ক্লান্তি ও শ্রমের মর্যাদা

➤ পরিশ্রমী কর্মীদের সম্মান ও প্রতিদান:

পরিবার-পরিজনের সততা, আত্মমর্যাদা ও ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড রোদের উত্তাপ সহ্য করে যেসব শ্রমিক ও কর্মচারী হালাল উপার্জনের চেষ্টা করেন, তাঁদের জন্য মহাপুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

➤ সাহাবিদের বিস্ময় ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিকনির্দেশনা:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِرَجُلٍ، فَأُعْجِبُوا بِجِدِّهِ وَنَشَاطِهِ فِي الْعَمَلِ وَكَسْبِ الرِّزْقِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ! فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

কা'ব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবিগণ এক কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিকে দেখে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই পরিশ্রম যদি আল্লাহর পথে (জিহাদে) হতো!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» [أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ

সে যদি তার ছোট ছোট সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য বের হয়ে থাকে, তবে সে আল্লাহর পথেই রয়েছে। আর সে যদি নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে রক্ষা করতে হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকে, তবে সে-ও আল্লাহর পথেই রয়েছে। (তাবারানী: ৬৮৩৫, আলবানী সহীহ বলেছেন)

✲ গ্রীষ্মের উত্তাপে আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ ও অপচয় রোধ

➤ আধুনিক সুযোগ-সুবিধার নেয়ামত স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ আমাদের আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের জন্য তাপ-নিরোধক অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি) যন্ত্রের সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন; তাই এই মহান দাতার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

➤ **নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধ:**

এসব নিয়ামতের সুরক্ষায় সচেতন হওয়া এবং বিদ্যুৎ ও শক্তি ব্যবহারে অপচয় না করে পরিমিত ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য।

✵ **অসহায়দের কষ্ট লাঘব ও প্রাণীসেবার মহান ফযীলত**

➤ **অভাবীদের পাশে দাঁড়ানো ও গরমের কষ্ট লাঘব:**

আমাদের উচিত সুবিধা বঞ্চিত ও কষ্টক্লিষ্ট মানুষের অনুভূতি অনুধাবন করা। তাদের তীব্র গরম, তৃষ্ণা ও অভাব দূর করতে নলকূপ খনন, আশ্রয় কিংবা তাঁবু তৈরি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি/কুলার) কিনে দেওয়া সহ বিভিন্ন মাধ্যমে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

➤ **তৃষ্ণার্ত প্রাণীকে পানি পানের হাদীস ও ফযীলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একবার এক লোক পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার ভীষণ পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ পেল। সে তাতে নামল এবং পানি পান করলো, তারপরে উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসার্ত হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে নামল এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো, তারপর মুখ দিয়ে তা (কামড়ে) ধরে উপরে উঠে এলো। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন।

➤ **যেকোনো প্রাণীর সেবায় সওয়াব:**

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! পশুপাখির প্রতি দয়া করলেও কি সওয়াব আছে?" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

প্রত্যেক প্রাণীর (সেবা ও পানি পানে) প্রতিদান ও সওয়াব রয়েছে। (বুখারী ৬০০৯, মুসলিম: ২২৪৪)

✯ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ ও ঈমানের দোয়া

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ الوَجْهِ الأَنْوَرِ وَالْجَبِينِ الْأَزْهَرِ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَانْصُرْ دِينَكَ وكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَتَنَا الْقَائِمِينَ عَلَى أَمْنِ الْبِلَادِ، وَوَفِّقِ اللَّهُمَّ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهُدَاكَ، وَاجْعَلْ أَعْمَالَهُمَا فِي طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً مُطْمَئِنًّا سَخَاءً رَخَاءً، دَارَ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة

হে আল্লাহ! সবচেয়ে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় চেহারার অধিকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং একে আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দিন। আমাদের কাছে কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ী করুন, শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন; আপনার দ্বীন, আপনার কিতাব, আপনার নবীর সুন্নাত এবং আপনার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দিন–যাঁরা জীবিত আছেন এবং যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন।

হে আল্লাহ! আমাদের দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ভাইদের হেফাজত করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের আমীর এবং যুবরাজকে আপনার হেদায়াতের পথে চলার তাওফিক দিন এবং তাঁদের সকল কাজকে আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখুন।

হে আল্লাহ! এই দেশকে (কুয়েতকে) সুসংহত, নিরাপদ, শান্তিময়, প্রাচুর্যময় এবং নিরাপত্তা ও ঈমানের কেন্দ্র বানিয়ে দিন; আর সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডকেও একইভাবে রক্ষা করুন।"

খুতবা প্রস্তুতকারক সংস্থা: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কুয়েত